



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আল্লাহর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউয়ু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দান্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

প্রথমতঃ আমাদের এই মাওলিদের মাস, রাবিউল আউয়াল মাসটি সবার জন্য শুভ হোক, ইনশা আল্লাহ। এই মাসটি মুবারাক হোক, বারাকাতে পরিপূর্ণ হোক এবং ভালো হোক ইনশাআল্লাহ। যেসব লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা ভাবে এবং পরিকল্পনা করে একশ বছর পর তারা কি করবে। তারা ভাবে, “আমরা এটা করব, আমরা সেটা করব এবং এভাবে আমরা পুরো পৃথিবী শাসন করব”।

তারা একশত বছর এবং কখনো তারও বেশি সময় দুনিয়ার জন্য কাজ করে যায়। তারা বিরতিহীন দুনিয়ার জন্য ভাবে, শূণ্য একটা জিনিসের জন্য কাজ করে। তারা ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে, আবেগে আসক্ত হয়ে এবং বিদ্বেষ নিয়ে কাজ করে। তারা কিসের জন্য কাজ করে? শয়তানের জন্য। তারা এভাবে কাজ করে যেতে পারে কারণ শয়তান তাদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু যখন কোন ভালো কাজ করার থাকে তখন একশটি শয়তান তোমার মুখোমুখি হবে।

সেদিনও আমি ব্যাখ্যা করেছি যে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) উনার হাদীস শারীফে বলেন, “সত্তুরটি শয়তান একজন মানুষকে সাদাকা প্রদান করার সময় বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে”। যদি সামান্য সাদাকাও হয় শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে, “তুমি কেন দিচ্ছ?” পক্ষান্তরে, একজন মানুষ চোখের পলকে অন্য কিছু জন্য খরচ করে যা কিনা শয়তানের পথে। কিন্তু আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) সাদাকার পরিবর্তে ওই ব্যক্তিকে যা খুশী তা দান করেন।

কথায় বলে, “আন্তা তুরিদু, আনা উরিদু, ওয়াল্লাহু ইয়াফ'আলু মা ইউরিদ।” মানে হচ্ছে, “তুমি চাও, আমি চাই এবং আল্লাহ্ নিজে যা চান তাই করেন”। তাই আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) কি চান তা দেখ, তুমি অথবা আমি কি চাই তা নয়। আল্লাহ্ যা চান চল আমরা তারই অনুসরণ করি। চল আমরা আল্লাহ্র সাথে থাকি। চল আমরা সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাকি যাদের নিয়ে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) খুশী আছেন।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামাতটি দান করেছেন ইসলামের ভেতরে সৃষ্টি করে। তদুপরি তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর উম্মাতের ভেতরে। আমরা শেষ সময়ের উম্মাতও বটে। আল্লাহ্ জানেন কত সময় বাকী আছে কিন্তু আমরা শেষ সময়ে আছি এবং কিয়ামাত আমাদের সন্নিহিতে।



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এমনকি আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সময়েও যারা কিয়ামাতের অনেক সময় বাকী আছে বলত তাদেরকে অন্যরা বলতেন, “তোমাকে তাওবা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন কিয়ামাত সন্নিকটে। তাই তোমার বলা উচিত নয় যে তা দূরে।”

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

“ইকতারাবতিস সা’আহ।” (সুরাহ কামারঃ:১) “বিচার সন্নিকটে।” তারা বলে বিচার দিবসের এখনও অনেক সময় বাকী। কিভাবে অনেক সময় বাকী? কে ভালো জানে, তুমি নাকি আল্লাহ? আস্তাগফিরুল্লাহ। আর তারা নিজেদের উলামা বলে দাবি করে। অনেক সময় মানুষ জ্ঞানশূণ্য কথা বলে। আমাদের সেসব থেকে সাবধান হতে হবে।

অনেক হাদীস আছে কিন্তু এটা সরাসরি আল্লাহর কথা। আল্লাহ (জাঃজাঃ) উনার মহাসম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কুর’আনে বলেন যে বিচার দিবস নিকটে এসেছে। এটা এখন আরও অনেক বেশি কাছে। আমরা শেষ সময়ের উম্মাত। উম্মাতের সবচেয়ে লাভজনক অংশে আমরা আছি কারণ সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এই সময়ে যা বিচার দিনের খুব কাছে। যারা সেসব সমস্যা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং সহিষ্ণুতা দেখায় তারাই লাভবান। আল্লাহ তাদের হিসাব রাখেন।

প্রতিটি ভালো কাজের জন্য সাওয়াব আছে একটি থেকে দশটি পর্যন্ত এবং ১০টি থেকে ৭০০টি পর্যন্ত। ৭০০টির বেশিও আছে। আল্লাহকে (আযযা ওয়া জাল্লা) কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না তিনি কেন এত বেশি পুরস্কার দিচ্ছেন। ভালো কাজগুলো করাও খুব কঠিন নয়। শয়তান সেগুলোকে কঠিন করে দেখায়।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। যখন তুমি তাকে ভালোবাসবে তখন বাকী সবই সহজ হয়ে যাবে। এমনকি পার্থিব প্রেমিকেরাও রাতে ঘুমায় না। একটি মেয়ের জন্য একইসাথে তারা ছয়রকমের কাজ করে এবং ভাবতে থাকে, “আমাকে কি করতে হবে? আমি তা কিভাবে করব? আমি এই মেয়ের সামনে কিভাবে যাবো? আমি তাকে কি বলব?”

আর যে মানুষের হাযরাত নাবী (সাঃ) এর প্রতি সত্য ভালোবাসা আছে সে ভাবতে থাকে, “আমাদের নাবী (সাঃ) কিভাবে খুশী হবেন? উনার দৃষ্টির নীচে আসার জন্য আমাকে কি করতে হবে? আমি কিভাবে উনার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি?” এরকম লোকের কাছে কোন ইবাদাত এবং কোন আমলই কঠিন মনে হবে না, সবই তার জন্য সহজ হবে।

তখন সে শয়তান, নাফস বা অন্য কোন কিছুর কথা শোনে না। আমাদের নাবী (সাঃ) এর প্রেমই



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তাকে এসব কাজ করায়। উনার ভালোবাসায় করণীয় কাজগুলো সুন্দর হয়ে যায়। ভালোবাসা শেখানো, প্রেম শেখানো তারিকাতের দায়িত্ব। তুমি আল্লাহর ভালোবাসায় থাকবে, তুমি আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসায় থাকবে। যখন ইবাদাতগুলো শূষ্কভাবে করা হয় তখন সেগুলো ভালো হয় না এবং তখন সেগুলো করতে কষ্ট লাগে।

ভালোবাসাহীন কাজে কোন স্বাদ থাকে না। কোনটা ভালো? কেউ তোমাকে হাসিমুখে আদাব এবং সম্মানের সাথে খাবার পরিবেশন করছে নাকি কেউ তোমার মাথায় ধাক্কা মেরে খাবার পরিবেশন করছে?

ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সেরকম। যত্ন, ভালোবাসা, উৎসাহ, আল্লাহর মুহাব্বাত এবং নাবী (সাঃ) এর মুহাব্বাত দ্বারা সম্পাদিত ইবাদাত অন্যরকম হয়। ইবাদাত জোর করে করা, দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করা, শুধু ফারয নামায পড়াই যথেষ্ট এবং সুন্নাত নামাযের প্রয়োজন নেই বলা, এসব ইবাদাত অযোগ্য। যখন তুমি বল, “সুন্নাত নামাযের দরকার নেই” তখন তোমার নামায হয় কিন্তু তার কোন দাম দেয়া হয় না। সেগুলো নেয়া হয় কিন্তু কোন সম্মান দেয়া হয় না। সেই ইবাদাতে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

আল্লাহর শুকরিয়া, এই মাস আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর মাস। উনাকে সম্মান করা এবং মর্যাদা দেয়ার সাওয়াব বিশাল। দুর্ভাগ্যবশত এখন লোকেরা সামান্য ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে বলে যে উনাকে সামান্য সম্মান করাও বিদাহ। তারা বলে যায় কিন্তু তা সঠিক নয়। তারা সেরকম লোক যারা জোরপূর্বক ইবাদাত করে।

আল্লাহ তাদের সেরকম ভাগ্য দান করেন নি। যখন তাদের সে ভাগ্য দেয়া হয় না তখন হিংসার তৈরী হয়। তারা ঈর্ষা বোধ করে এই মনে করে যে, “এই মানুষেরা কি করছে যা আমি করতে পারছি না? তাদের এরকম করা উচিত না যাতে তারা পুরস্কার পেতে না পারে।” আমার মনে হয় তারা ভাবে, “তারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) ভালোবাসা পেয়ে যাবে। আমরা সবাই মিলে যদি উনাকে সম্মান না করি তাহলে আমরা সবাই একরকম হয়ে যাবো।”

তারা একে অপরকে খবর দেয়, লিখে, আঁকে এবং মানুষদেরকে তাদের চেনা-জানা পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। যেসব লোকদের মন দুর্বল এবং যারা কোন মাদ্রাসা বা অন্য কোথাও যায়নি সেসব লোকেরাই এদের কথা বিশ্বাস করে এই ভেবে যে এরা শিক্ষিত, এরা আলিম, এরা হাজী ইত্যাদি।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই এই সুন্দর আদাবের প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। উনারা তারীকাহ থেকে শিখতেন, উনারা শেইখদের কাছ থেকে শিখতেন, উনারা মুর্শিদদের কাছ থেকে শিখতেন এবং উনারা জানতেন। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সময়ে কবিও ছিল যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন। উনারা বিখ্যাত ছিলেন।



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তোমরা জানো যে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) উনার চাদর উপহার দিয়েছিলেন সেই কবিকে যিনি কাসিদা বুরদা রচনা করেছেন। বুরদা মানে চাদর এবং কবিতার নাম তাই থেকে যায়। মানুষটি এমন সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন যে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তা পছন্দ করেন এবং তাকে উনার চাদর উপহার দেন।

বিচার দিবস পর্যন্ত সেই কবিতা আবৃত্তি করা হবে। কবিতাটি আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং উনাকে সম্মান করে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন উনাকে সম্মান করতে। তিনি বলেন, “আমি স্বয়ং উনার উপর সালাত এবং সালাম পাঠাচ্ছি, তোমরাও উনাকে সম্মান কর।”

এগুলো ভালো কাজ যেসব কাজে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সাওয়াব লাভ করা যায়। এটা করা কঠিন নয়। এমন না যে তুমি পাথর ছুড়তে ছুড়তে ক্লান্ত হয়ে যাবে। যেখানে বসা আছে সেখান থেকেই সাওয়াব অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন এটি করার জন্য। এটা কর এবং সর্বোত্তম সাওয়াব অর্জন কর। শয়তানদের কথা শুনো না এবং তাদের অনুসরণ কোরোনা।

একশত বছরের বা এক হাজার বছরের পরিকল্পনা কোরোনা। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যা বলেন তাই কর। একমাত্র এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তোমাদের পথ দেখিয়েছেন, তিনি তোমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন। তাদেরকে ফেটে পড়তে দাও। তারা যত ইচ্ছা চেষ্টা করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ যা বলেন তাই হবে। অন্য পথে চলমান সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত হারাবে।

একটু সময় আগে হাযরাত ইমাম এফেন্দী মাগরিবের নামাযে একটি সুন্দর আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতটি একই জিনিস বলে, মানে, দুঃখিত বা চিন্তিত হয়ো না, তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ যা বলেন তাই হবে।

এখন শেষ সময়। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যা বলেন তাই হয়। পুরো পৃথিবী ফিতনার কারণে টগবগ করে ফুটছে। তারা মানুষদের অত্যাচার করার চেষ্টা করছে এবং পৃথিবীকে বিভক্ত করছে। কিন্তু তারা জানে না যে বিচার দিবস নিকটে। যদি তারা পৃথিবীকে ভাগ করেও ফেলে তাতেই বা কি? কিয়ামাত যদি কাছে নাও হোত তাহলেও তারা আর কতদিন বাঁচবে? তারা চিরজীবন বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) উনার পরিকল্পনা তৈরী করে রেখেছেন। আজকে যা ঘটছে তা যদি তারা একশ বছর আগে থেকে বলে থাকে এবং করে থাকে, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) যা কিছু ঘটবে তা বলেছেন ১৪০০ বছর আগে। তার সবই একে একে সত্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতও কাছে এসে গেছে। কিয়ামাতের প্রায় সব নিদর্শনই বের হয়েছে এবং মাত্র সামান্য কয়েকটি বাকী আছে। ইনশাআল্লাহ্ মাহদী আলাইহি সালাম নিরাপদে আবির্ভূত হবেন। ইসলামের পতাকা সব জায়গায় উড়বে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন মানুষেরা আসছে এবং (ইরাক ও সিরিয়াতে ইসিসের পক্ষে) এই যুদ্ধে যোগদান করছে। তারা ভাবছে সেই লোক খালিফাহ এবং মাহদী। কিছু লোক না জেনে যাচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদেরকে



হায়রাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

বোকা বানানো হচ্ছে। কারণ যখন মাহদী আলাইহি সালাম আসবেন তখন উনি কারামাত (আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) নিয়ে, অলৌকিক রুহানী শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। এসব বন্দুক, রাইফেল এবং মিসাইল কাজ করবে না। তিনি কারামাত দিয়ে কাজ করবেন।

সেই সময়ের প্রযুক্তি এই সময় থেকে অনেক ভিন্ন হবে। তা এমন হবে যে, যালিমদের সংখ্যা যত বেশিই থাকুক না কেন, শান্তির যোগ্য মানুষের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না, তাদের কেউই বাকী থাকবে না।। তারা বেঁচে যেতে পারবে না। তারা সবাই তাদের তৈরী করা পরিকল্পনা সহকারে জাহান্নামে যাবে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো মাহদী আলাই সালামের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ বোমার মাধ্যমে শিশুরা সহ আশেপাশে থাকা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আমরা শেইখ মাওলানা (কাদাস আল্লাহু সিররুহু) হতে শুনছি যে যখন মাহদী আলাইহি সালাম উনার তলোয়ার একবার ঘোরাবেন, যালিমদের মস্তক উড়ে যাবে। যখন তিনি তলোয়ার ডানে ঘোরাবেন, ডানদিকের এক হাজার যালিম একসঙ্গে বিলুপ্ত হবে আর যখন তিনি তলোয়ার বামে ঘোরাবেন, বামদিকের এক হাজার যালিম একত্রে বিলুপ্ত হবে। এমন ধরণের কারামাত ঘটবে। এমন ধরণের পরিশুদ্ধি ঘটবে। না হলে শয়তানের থেকেও খারাপ এত পরিমাণ মানুষকে কিভাবে মুছে ফেলা সম্ভব?

নুহ আলাইহি সালাম বলেছিলেন,

لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

“রাব্বি লা তাতহার ‘আলাল আরদি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা।” (সূরাহ নুহঃ:২৬) “কাফিরদের একজনকেও নিস্তার দিবেন না”, বলেছিলেন নুহ আলাইহি সালাম। তখনও সময় হয়েছিল না। এখন সময় হয়েছে। যখন মাহদী আলাইহি সালাম আসবেন, তাদের সবাইকে সাফ করে ফেলা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন মুসলিমদের সব জায়গায় হযরানি করা হচ্ছে। যেখানেই একজন মুসলিম আছে সেখানেই তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে সন্দেহ না করে ছাড়া হচ্ছে না। সেই সময়ে এমন কেউ বাকী থাকবে না যে মুসলিম নয়।

এগুলো শেইখ মাওলানার সুসংবাদ। তিনি এসব কিছুই বলেছেন অনেকদিন আগে। আমাদের শেইখ মাওলানা যা বলেছেন তা একে একে সত্যে পরিণত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আজকে থেকেও এরকমটিই হবে। যারা সঠিক পথে আসে তারা রক্ষা পাবে। যারা সঠিক পথে নেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর জন্মদিন ১২ রাবিউল আউয়াল যা ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তে পড়ে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন নাকি ২৪ ডিসেম্বর। তা আসলে অন্য কোন সময়ে কিন্তু তারা উনার জন্মদিন পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় খুঁজছিল। তারা বলেছিল, “২৪ ডিসেম্বর শীতকালের ঠিক মধ্যখানে।



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমাদের সেসময় কিছুই করার নেই। আমরা সেটাকে হাযরাত ঈসার জন্মদিন করে ফেলতে পারি এবং এর মাধ্যমে কিছু টাকা কামাতে পারি।" কারণ তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব পটু।

তাই তারা তাদের ধর্মকেও ব্যবসার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। তারা পৃথিবীকেও ব্যবসার নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করেছে। মানুষের রক্ত, সম্পত্তি ইত্যাদি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধু টাকা। এক মিলিয়ন লোক মারা যেতে পারে, "তাও চলবে যদি আমরা এক মিলিয়ন ডলার কামাতে পারি", তারা বলে। তাই অমুসলিমদের জন্য ব্যবসাই সবকিছু।

ইসলামে রাহমাত আছে। অন্য কোথাও রাহমাত নেই। যে মুসলিম দয়ালু নয়, যে মুসলিম দয়া-মায়ারহীন, সে বিপথে চলে গেছে। এই কারণে এসব আজব লোকেরা আসছে এবং ভাবছে যে তারা ইসলামের পথে যুদ্ধ করছে। তারা দয়াহীন। তারাও বিপদে আছে।

তাদের আল্লাহর এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) এর দেখানো পথে থাকতে হবে। যেসব লোকেরা হাযরাত নাবী (সাঃ) কে সম্মান করেনা তারা ইসলামের শত্রুর মতই কারণ যদি হাযরাত নাবী (সাঃ) কে সম্মান না করা হয় এর মানে হচ্ছে তারা পথচ্যুত হয়ে গেছে।

দেখি এই অবস্থা কোথায় যায়। শেইখ মাওলানাও উপদেশ দিয়েছেনঃ যখন কিছু ঘটে তখন তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকো। তোমরা যদি এক-দুই মাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঘরে রাখো তাই যথেষ্ট। তোমরা নিরাপদে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহকে শুকরিয়া যে এই সুসংবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ আমরা যেন মাহদী আলাইহি সালামের কাছে পৌঁছাই সর্বোত্তম অবস্থায়। যেমনটি শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) এবং আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "দিন রাত উনার জন্য অপেক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের প্রত্যাশা।" এটিও ইবাদাত কারণ এটি বিশ্বাস এবং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। মাহদী আলাইহি সালামের আগমণের উপর ঈমান রাখা ইবাদাতের মধ্যে পড়ে। ইনশাআল্লাহ উনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসুন যেন মানুষদের আর যন্ত্রণাভোগ না করতে হয়।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১২ ডিসেম্বর ২০১৫/১ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭
আইয়ুব সুলতান দারগাহ।